প্রথম আলো

তারিখ 29 APR ২০০৮
পৃষ্ঠা ৩ কলাম [illegible]

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে

মোশতাক আহমেদ ●

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান মূল্যায়ন করতে 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' গঠন করতে যাচ্ছে সরকার। এ জন্য কাউন্সিলের বিধিমালার খসড়া নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই কাউন্সিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান যাচাই করবে এবং অবস্থান ওয়েবসাইটের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে জনসমক্ষেও প্রকাশ করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশের (এসিপিইউবি)' খসড়া বিধিমালা এক বছর আগে মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। দীর্ঘ আলোচনা করে কিছু সংশোধন ও সংযোজন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২৩ এপ্রিল খসড়াটি নীতিগত অনুমোদন দেয়।

এ ব্যাপারে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'খসড়াটি নীতিগত অনুমোদন দিয়েছি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আরও আলোচনা করে তা চূড়ান্ত করা হবে।'

অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের খসড়া অনুমোদন

খসড়া অনুযায়ী অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলে একটি সাধারণ পরিষদ ও একটি নির্বাহী কমিটি থাকবে। একজন চেয়ারম্যানসহ সাধারণ পরিষদের সদস্য হবে ২১ জন। আর নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে সাধারণ পরিষদের চেয়ারম্যান ও আট সদস্যের সমন্বয়ে। এ ছাড়া থাকবে প্রোগ্রাম কমিটি ও বিশেষজ্ঞ পর্যালোচনা কমিটি।

প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে এসিপিইউবির সদস্য করা হবে। সদস্য হওয়ার পর প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে এসিপিইউবির নির্ধারিত ফরম পূরণ করে জমা দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্য পাওয়ার পর কাউন্সিলের অধীন গঠিত বিশেষজ্ঞ পর্যালোচনা কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করবে। কমিটি প্রাপ্ত তথ্য পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সুপারিশ নির্বাহী কমিটির কাছে জমা দেবে। কাউন্সিলের নির্ধারিত শর্তগুলো পালনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের হার ন্যূনতম প্রত্যাশিত মানের নিচে থাকলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে 'অসন্তোষজনক' শ্রেণীতে ফেলা হবে। সে ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে সময় বেঁধে দেওয়া হবে। এরপর আবার পরিদর্শন করে যদি দেখা যায় ঘাটতি পূরণ হয়নি, সে ক্ষেত্রে শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হবে।

বিধিমালা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ডিগ্রি কর্মসূচির মানও যাচাই করা হবে।

কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এসিপিইউবির সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হলে তারা কাউন্সিলের কাছে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে পারবে। আপিলের ৬০ দিনের মধ্যে কাউন্সিলের কোনো জবাব না পেলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রপতির কাছে আপিল করতে পারবে। রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে জবাব পাওয়া না গেলে আপিলটি গৃহীত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।